আলমডাঙ্গায় আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আলমডাঙ্গা আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার আলমডাঙ্গা এটিম মাঠে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা।

প্রধান অতিথি আইয়ুব হোসেন বলেন, খেলাধুলার মধ্যদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেহ ও মননের অন্তঃসত্ত্বাকে জাগ্রত করতে হবে। দেশ ও জাতি গঠনে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা কে অধিক গুরিত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর বলেন স্বাস্থ্যই সম্পদ। দেহ গঠন করার উপযুক্ত সময় এই ছাত্রজীবন। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতে এগিয়ে চলেছে।

গাংনী উপজেলার বালক ও বালিকা দল ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা চ্যাম্পিয়ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ২০২২ আয়োজিত খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ ১৭ বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলাবাসীর মুখ উজ্জল করেছে।

জানাগেছে, মেরেহপুর জেলার তিনটি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মোট ১৯টি দলের পর্যায়ক্রমে খেলায় অংশ গ্রহন করে। বিভিন্ন দলের সাথে লড়াই করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ-১৭ বালিকা দল ফাইনালে অংশ নেয়। গাংনী উপজেলা বালক দল ৯০ মিনিটের খেলায় ৩-১ গোলে মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।

একই সাথে সদর উপজেলা বালিকা দলের সাথে গাংনী উপজেলা বালিকা দল খেলায় গোল শুন্য অবস্থায় শেষ করে। পরে ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে ৩-২ গোলে গাংনী উপজেলা বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম,বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেলা পরিচালনা করেন মোঃ লিটন হোসেন, কুদ্দুস ও রেজাউল হক। খেলায় গাংনী উপজেলার খেলোয়াড়দের টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, ও কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তামজিদুর রহমান মুক্তি।

বালক ও বালিকা উভয় দলের অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলার দুটি দলই জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিভিন্ন মহল খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সাথে এই গৌরব অর্জনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে আনন্দ উল্লাস করেন ফুটবল প্রেমীসহ খেলোয়াড়বৃন্দরা।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খোলায় মেহেরপুর সদর বিজয়ী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে এবং একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ ৩-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খেলায় নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। পরে খেলাটি ট্রাইব্রেকারে গড়াই।

স্পট কিকে মেহেরপুর সদরের পক্ষে হিমেল, মোবারক, বায়েজিদ এবং রাসেল একটি করে গোল করেন এবং মুজিবনগরের পক্ষে গাফফার, ফরিদ এবং সোহান একটি করে গোল করেন। মুজিবনগরের জাহিদ হাসানের স্পট কিক মেহেরপুরের গোলরক্ষক লিখন আটকে দিলে তাদের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

এদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ তে মেহেরপুর সদর উপজেলার

পক্ষে সুনিতা জুঁই, শনিতা ও সুমনা একটি করে গোল করে। এবং মুজিবনগর উপজেলার পক্ষে হালিমা ১টি গোল করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা ফাইনালে অংশ গ্রহণ করবে।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলের দুটোতেই বিজয়ী গাংনী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

শনিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলে গাংনী উপজেলা একাদশ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে মেহেরপুর পৌরসভা একাদশকে এবং একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ গাংনী উপজেলা একাদশ মেহেরপুর পৌর সভার বিপক্ষে ওয়াক-ওভার লাভ করে জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয়

গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ এর জেলা পর্যায়ের খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল খেলায় নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।
পরে খেলাটি ট্রাইব্রেকারে গড়াই। স্পট কিকে গাংনীর পক্ষে টিটু, নাঈম, বারিউল, হৃদয় এবং আরাফাত একটি করে গোল করেন। মেহেরপুর পৌর সভার পক্ষে আসিফ, সাজ্জাদ, পারভেজ, সাদ উল্লাহ একটি করে গোল করেন।
এদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ তে মেহেরপুর পৌর একাদশ না আসায় গাংনী উপজেলা একাদশকে ওয়াক-ওভার দেওয়া হয়।

শক্তিশালী বেলজিয়ামের জালে এক হালি গোল

রাশিয়া বিশ্বকাপের পরেও টানা ৩ বছর ফিফা র্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছিল বেলজিয়াম।

বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দলটি। আর ফুটবলের এমন পরাশক্তি কি না হজম করল ৪ গোল! র্যাংকিংয়ে ১০ নম্বর দল নেদারল্যান্ডস ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেলজিয়ানদের। তাও আবার বেলজিয়ানদের মাঠেই!

উয়েফা নেশন্স কাপে শুক্রবার রাতে নিজেদের মাঠে ডাচদের মুখোমুখি হয় বেলজিয়াম। ম্যাচে বার্সেলোনা তারকা মেমফিস ডিপাই করেছেন জোড়া গোল। বাকি দুই গোল করেন স্টিভেন বার্গুইন এবং ডেনজেল ডামফ্রিজ। বেলজিয়ামের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মিকি বাতসুয়াই।

এ জয়ের সঙ্গে প্রতিবেশি দেশের বিপক্ষে গত ২৫টি বছরের জয়ের খরা কাটাল নেদারল্যান্ডস। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে বেলজিয়ামকে হারিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। আর এ পরাজয়ের পর ৬ বছর ধরে রাখা রেকর্ড হাতছাড়া করল বেলজিয়াম। এ দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের মাঠে অপরাজিত ছিল তারা।

৫ গোলের ম্যাচের ৩৯ মিনিট পর্যন্ত কোন জাল ভেদ করতে পারেনি কোনো দল। ৪০তম মিনিটে এসে স্বাগতিক দর্শকদের স্তব্ধ করে দেন স্টিভেন বার্গুইন। বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শটে বেলজিয়ামের জালে বল জড়ান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ব্যবধান বাড়ান মেমফিস ডিপাই। ৬০ তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ডেনজেল ডামফ্রিজ।
এর পাঁচ মিনিট পরেই বেলজিয়ামের জালে হালি পূরণ করেন ডিপাই।

ইনজুরি সময়ে ৯৩তম মিনিট একটিমাত্র গোল শোধ করেন বেলজিয়ামের মিকি বাতসুয়াই। বেলজিয়ামের এমন শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ এদিন গোলরক্ষক হিসেবে একাদশে ছিলেন না থিকো কর্তোয়া আর ২৭তম মিনিটে ইনজুরির শিকার হয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বেলজিয়ান গোলমেশিন রোমেলু লুকাকু।

যে কারণে গোলবার ও আক্রমণ দুই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই দুবলর্তা দেখা দেয় বেলজিয়াম শিবিরে। আর সেই সুযোগ ভালোভাবেই লুফে নিয়েছে ডাচরা।

মেসিদের খোঁচা নেইমারের, ওরা কি বিশ্বকাপ জিতে গেছে

দুই মহাদেশ চ্যাম্পিয়নের প্রথম ও শেষ মহারণ ইতালির জন্য ‘মরণ’ হয়ে উঠল।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে পরশু রাতে লিওনেল মেসি ও আনহেল দি মারিয়ার চোখধাঁধানো আলোয় মেরেকেটে বেরিয়ে গেল ম্যারাডোনার দেশ। একবারের জন্যও মনে হয়নি ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই চ্যাম্পিয়ন দলের দ্বৈরথ এটি।

৩-০ গোলে ফাইনালিসিমা জেতার পর মাঠে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। ড্রেসিংরুমে গিয়ে এ উল্লাসের মাত্রা আরও বেড়েছে। সেই বাড়তি উচ্ছ্বাসে জড়ানো হয় ব্রাজিল দলকেও।

ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্রাজিলকে খোঁচা মেরে গান গাইছেন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা— ‘কী হলো ব্রাজিল? পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা কি ভয় পেয়ে গেল?’

ইনস্টাগ্রামে ফুটবল ইজ আর্ট নামের একটি প্রোফাইল থেকে আপলোড করা হয় আর্জেন্টিনার সেই গান গেয়ে উদযাপনের ভিডিও।

আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের এমন উদযাপন ভালো লাগেনি ব্রাজিল ফুটবলের প্রাণভ্রমরা নেইমার জুনিয়রের। পাল্টা খোঁচা দিলেন তিনিও।

ব্রাজিলকে খুঁচিয়ে আর্জেন্টিনা দলের সেই গানের ভিডিওর কমেন্টে নেইমার লিখলেন – ‘ওরা কি বিশ্বকাপ জিতে গেছে?’

নেইমারের সেই কমেন্ট মুহূর্তেই ভাইরাল। ব্রাজিল সমর্থকরা লুফে নিয়েছে প্রিয় তারকার মন্তব্যটি।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ফুটবল ইজ আর্টের সেই ভিডিওতে লাইক পড়েছে ২৮ হাজার ৬৭৬টি। সেখানে নেইমারের সেই মন্তব্যে লাইক পড়েছে ২৮ হাজার ১৯২টি।

তথ্যসূত্র: আর্জেন্টিনা ডিটেইলজিরো

সৌরভের টুইট নিয়ে তোলপাড়, অমিত শাহের ফোন

ভারতের ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ‘ক্রিকট্র্যাকার’ বুধবার সন্ধ্যায় এক প্রতিবেদনে লিখেছে— ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। মুহূর্তেই এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সৌরভ কি তবে সত্যিই সভাপতির পদ ছাড়লেন?

এদিকে ভারতের অন্য দুই সংবাদমাধ্যম ‘টাইমস নাউ’ ও ‘এএনআই নিউজ’

জানায়, ‘সৌরভ গাঙ্গুলী পদত্যাগ করেননি।’ বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু তাতেও থামেনি গুঞ্জন। এমনকি এ খবর চলে যায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কানে। তিনি ফোন করেন সৌরভকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে সৌরভের পদত্যাগের গুঞ্জনটা এতটা ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী?

ক্রিকট্র্যাকার এ তথ্য কোথায় পেল? আসলে ভারতের কিংবদন্তি এ ক্রিকেটার ও সংগঠকের এক টুইটার পোস্টকে ঘিরেই এমন চাঞ্চল্য।

সৌরভ সেই পোস্টে লিখেছেন— ‘২০২২ সাল দিয়ে আমার ক্রিকেটে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু যাত্রার ৩০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তখন থেকে ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটি আমাকে আপনাদের সবার সমর্থন এনে দিয়েছে। এই সফরে যারা অংশীদার ছিলেন, আমাকে সমর্থন করেছেন, আজ আমি যে অবস্থানে সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’

বিসিসিআই সভাপতি যোগ করেন, ‘এখন আমি নতুন কিছু শুরু করতে চাইছি, যেটি অনেক মানুষকে সাহায্য করবে। আশা করি জীবনের এই নতুন পথচলায়ও আপনাদের সবার সমর্থন পেতে থাকব।’

সৌরভের এমন পোস্টে অনেকেই মনে করেছেন, ব্যাট-বলের দুনিয়া ছেড়ে হয়তো রাজনীতির মাঠে নামবেন সৌরভ?

তবে অনেকের মতে, পদত্যাগ না করলেও সৌরভের টুইটে বিদায়ের সুরই বাজছে। অচিরেই ক্রিকেট ছেড়ে রাজনীতির মাঠে তাকে নামতে দেখাও যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, রাজনীতিতে যাওয়ার প্রস্তাব বরাবর পেয়েই আসছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। সব প্রস্তাবের জবাবেই তিনি বলেছেন, ‘আপাতত’ রাজনীতিতে যেতে ইচ্ছুক নন তিনি। যতটা সম্ভব ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চান। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা বিধায়ক হওয়ার চেয়ে বিসিসিআই সভাপতি হওয়াটা তার কাছে অনেক বেশি পছন্দের।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় বদলে গেল পাকিস্তান-উইন্ডিজ সিরিজের ভেন্যু

রাজনৈতিক অস্থিরতায় বদলে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাকিস্তানের তিন ম্যাচের ওয়ানডের সিরিজের ভেন্যু।

রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি থেকে মুলতানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনৈতিক দল এখন সরকারবিরোধী আন্দোলন করছেন, যার ফলে রাজধানী ইসলামাবাদসহ এর আশপাশের এলাকায় আপাতত থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সিরিজের মূল ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি রাজধানী ইসলামাবাদের নিকটেই অবস্থিত। সে জন্য সিরিজের ভেন্যু মুলতানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মুলতানকে আগে থেকেই সিরিজের ব্যাকআপ ভেন্যু হিসেবে ঠিক করে রেখেছিল পাকিস্তান। কারণ পিচ সংস্কারের কাজ চলমান থাকায় করাচি এবং লাহোরে এখন সিরিজ আয়োজন সম্ভব নয়। আর মাঠ সংস্কারকাজের ফলে পেশোয়ারের আরবাব নিয়াজ স্টেডিয়ামও আপাতত ব্যবহার উপযোগী নেই। সে জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) ভেন্যু হিসেবে মুলতানকেই বেছে নিতে হয়েছে।

সাধারণত বছরের এই সময়টায় মুলতানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরের কথা, ঘরোয়া ক্রিকেটও আয়োজন করে না পিসিবি। কারণ এই সময়ে মুলতানের তাপমাত্রা প্রায়ই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। গত বছর মুলতানে বছরের এই সময়ে পাকিস্তানের নারী ক্রিকেটারদের একটি ক্যাম্প আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল পিসিবি। প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে সেই ক্যাম্প শেষতক স্থগিত করা হয়েছিল।

এ সিরিজেও তাই দুদলের খেলোয়াড়দের গরমের সঙ্গে লড়াই করেই খেলতে হবে। তবে ক্রিকেটারদের যাতে একেবারে মাথায় সূর্য নিয়ে মাঠে নামতে না হয়, সে জন্য ম্যাচগুলো হবে দিবারাত্রির। স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় শুরু হবে ম্যাচগুলো।

পাকিস্তান দল এই সিরিজের জন্য ১-৪ জুন লাহোরে অনুশীলন করবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ জুন ইসলামাবাদে এসে চার্টার্ড বিমানে মুলতানে যাবে। ৮, ১০ ও ১২ জুন তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, ম্যাচগুলো আইসিসির ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সুপার লিগের অংশ। গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন পাকিস্তান সফর করেছিল তখনই ম্যাচগুলো খেলার কথা ছিল। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পরপরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরে করোনা হানা দেওয়ায় তখন ওয়ানডে না খেলেই ফিরে গিয়েছিলেন ক্যারিবিয়রা।

লিভারপুল ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন সাদিও মানে?

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে হারের পর আরো এক মন খারাপের সংবাদ পেল লিভারপুল সমর্থকরা।

দলটির অন্যতম প্রাণভোমরা সাদিও মানে আর থাকছেন না অলরেডদের হয়ে। স্পেন ও ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর, এই গ্রীষ্মেই লিভারপুল ছেড়ে যাবেন সাদিও মানে।

তবে কোথায় যাচ্ছেন সেনেগালের এই ফরোয়ার্ড?

এ প্রশ্নের জবাব সরাসরি দেননি মানে। তবে ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট দ্য অ্যাথলেটিকের দাবি, আনফিল্ড ছেড়ে মানে যেতে চাইছেন জার্মানির সেরা দল বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে নাকি মানের কথাবার্তা চলছে।

২০১৬ সালে ৩৪ মিলিয়ন পাউন্ডে সাউদাম্পটন থেকে লিভারপুলে যোগ দেন মানে। যোগদানের পরই মোহামেদ সালাহদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দারুণ সব পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন মানে।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি লিভারপুলের হয়ে ২৬৯ ম্যাচে গোল করেছেন ১২০টি। ২০১৮-১৯ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পর ২০২০ সালে ৩০ বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জেতা লিভারপুল

দলের অন্যতম সেরা পারফরমার মানে।

মিরপুরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব ১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকেলে এর উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আগামী দিনের জাতীয় মানের খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ, নিষ্ঠা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়বার শপথে এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার গভীর অভিপ্রায়ে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ হিসেবে তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করতে এই ধরনের উদ্যোগে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক মালিথা, মিরপুুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়াদ্দারসহ মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

খেলায় ৩-০গোলে ছাতিয়ান ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ধুবাইল ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে।